কোটি টাকার ভোটার তালিকায় বিপন্ন আদিবাসী ভোটার

মিথুশিলাক মুরমু।।

.সং বা দ, সোমবার । জুলাই ২৪, ২০০৬

ভোটার তালিকা প্রণয়নে এরই মধ্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। অগ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকার পেছনে ৪৩ কোটি ৯৬ লাখ ৫৩ হাজার ৬২৪ টাকা (প্রথম আলো ১৫.০৬.০৬) অপচয় হয়েছে। সারাদেশে তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের জন্য ২৭ কোটি ২৪ লাখ ৭ হাজার টাকা এবং কাগজ ও প্রেসের খরচ বাবদ ৩ কোটি টাকা বাদে বাকি খরচ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ভোটার তালিকার জন্য আর অর্থ বরাদ্দ দেবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। কিন্তু তাতে ভোটার তালিকার তো সমাধান হলো না। জাতীয় নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার জন্য চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছিল এবং ১ জুন চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। এ সময়ের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই, খসড়া তালিকা তৈরি, সংশোধন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করবে নির্বাচন কমিশন। সদ্য সমাপ্ত বাতিল করা ভোটার তালিকা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে ১. প্রচার-প্রপাগান্ডার অভাব, ২. আগের তুলনায় কমসংখ্যক তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ, ৩. কোথাও কোথাও অস্তিত্বহীন শিক্ষককে সুপারভাইজার নিয়োগ, ৪. নির্ধারিত সময়ের আগেই তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করা, ৫. তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে না জানানো, ৬. রাজধানীতে তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত শিক্ষকদের নিয়ে বিপত্তি ইত্যাদি। এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচন কমিশন থেকে পাঠানো এ সংক্রান্ত পোস্টার-লিফলেট বস্তাবন্দি হয়ে পড়ে আছে। গতবার যেখানে তথ্য সংগ্রহকারীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৪ জন, এবার সেখানে রয়েছেন ২ লাখ ১৬ হাজার ৭২২ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এ বছর গতবারের চেয়ে নতুন ভোটার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তথ্য সংগ্রহকারী কেন কমানো হলো এটা বোধগম্য নয়। গত ২০০৫ সালের অক্টোবরের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের (এনডিআই) জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, বিগত ভোটার তালিকায় ৬৪ লাখই অবৈধ ভোটার ছিল। তাদের মধ্যে অর্ধেক লোক স্থানান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, নাবালকদের ভোটার করা হয়েছিল। অন্যদিকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল ২৭ লাখ ২০ হাজার ভোটার। এবার যখন ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে, তখন দেশের জনগণকে এ ব্যাপারে সম্যক অবহিত করা হয়নি। কোথাও কোথাও কিছুটা প্রচারণা হলেও প্রতিবার রাস্তাঘাটে, রেডিও-টেলিভিশনে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের যে ব্যাপক প্রচার-প্রপাগান্ডা করা হতো, এবার তার একাংশও করা হয়নি। প্রতিটি তালিকা প্রণয়নের সময় রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর তালিকাভুক্তির মধ্য দিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের প্রথা-ঐতিহ্য রয়েছে, সেটিও পালিত হয়নি। এরই মধ্যে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিরোধিতা করতে গিয়ে নির্বাচন সচিবালয় এলাকায় সহিংস ঘটনার সুত্রপাত হয়েছে।বহুল আলোচিত ভোটার তালিকায় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের চিত্র কী হতে পারে তা অনুমিত। আদিবাসী ভোটারদের নাম, পিতার

নাম, মাতার নাম ইত্যাদি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য উচ্চারণ দুর্বোধ্য ও কষ্টকর হওয়ায় ভোটার তালিকায় প্রচুর ভুলভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। মনোনীত প্রার্থীকে ভোটদানের সময় প্রায়ই ভোটকেন্দ্রে তর্কবিতর্ক ও প্রমাণ দিতে হয় প্রকৃত ভোটারকে। অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে বিরস বদনে ফিরে আসতে হয়। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে নাগরিকত্বের যে প্রমাণ ভোটার তালিকায় নাম ও ভোট প্রদানের ক্ষমতা, নির্বাচনের সময় সেটিও যদি এভাবে অসচেতনতার জন্য হারাতে হয় তাহলে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে আদিবাসীদের, আদিবাসী ভোটারদের। আগের ভোটার তালিকা সংশোধন, পরিমার্জন বা যাচাই-বাছাইয়ের সময় বিষয়টি খুবই সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় একজন আদিবাসী তালিকাকর্মী নিযুক্ত করলে আদিবাসী ভোটারের পরিপুর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপিত হবে। অথবা আদিবাসী ভোটারদের সম্পর্কে এলাকার কর্মীকে সঠিকভাবে জ্ঞান দিতে হবে। তবে সঠিক ও নির্ভুল তালিকা প্রণয়নে আদিবাসী গোষ্ঠীর শিক্ষিত ও সামর্থ্যবান যুবক-যুবতীকেই মনোনীত এবং প্রাধান্য দেয়া উচিত। এখনও গ্রামাঞ্চলে, লোকালয়ে অনেক আদিবাসী লোক রয়েছে, যারা বাংলা ভাষা বলতে ও বুঝতে পারে না। এসব ভোটারকে গণতান্ত্রিক সরকার যদি নাগরিক অধিকার প্রয়োগে যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ না করে, তবে এটি নীতিগতভাবে অন্যায় ও অপরাধ হবে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আদিবাসী প্রার্থী দাঁড়ালে আদিবাসীদের অনেক কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। গণতন্ত্রের চর্চাও যেন প্রশ্নবিদ্ধ হয়। মনে হয় যেন ভোটই তাদের কাল। ভোটাধিকার জন্মগত অধিকার হলেও মৃত্যুর পথকেও প্রস্তুত করে। দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ বা কথা বলার সুযোগের যে অবস্থা তা মোটেও সমাজের সবাইকে নিয়ে গণতন্ত্রচর্চার কথা বলছে না। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘুরা এখন বিপন্ন ভোটার।আমরা জানি এই ভোটার তালিকায় উল্লিখিত নাম ভবিষ্যতে প্রণিতব্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করেছে সরকার। ১. স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর, ২. সম্পত্তির ক্ষেত্রে নাম জারি ও জমা খারিজ, ৩. ভুমিহীনদের মধ্যে ভুমি বন্দোবস্তকরণ, ৪. ভুমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপুরণ প্রদান, ৫. বিবাহ নিবন, ৬. বিভিন্ন লাইসেন্স ও পারমিট সংগ্রহের ক্ষেত্রে (আগ্নেয়াস্ত্র, ড্রাইভিং, বিভিন্ন ট্রেড, ঠিকাদারি, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি), ৭. পাসপোর্ট সংগ্রহ, ৮. বিমান ভ্রমণের (নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ করে দেশের অভ্যন্তরে) বোর্ডিং পাস ইস্যু করার ক্ষেত্রে, ৯. ব্যাংক/অর্থলগ্নী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ বা লেনদেনের ক্ষেত্রে, ১০. ভিজিএফ/ভিজিডি, ১১. যাবতীয় রিলিফ গ্রহণ, ১২. কোর্টে মামলার বাদি, সাক্ষি এবং আসামি শনাক্তকরণ, ১৩. চাকরির সাক্ষাৎকার এবং ১৪. যে কোন সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ ও শনাক্তকরণের সহায়ক দলিল হিসেবেও তা ব্যবহৃত হবে।গত ২৩ মে প্রকাশিত মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, ২০০১-এর মতো ২০০৭-এর নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের আশঙ্কা আছে। এ ব্যাপারে সবার সজাগ থাকা উচিত। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে বাংলাদেশকে ওয়াচ লিস্টে লিপিবদ্ধ করেছে। ওয়াচ লিস্টে আরও আছে, আফগানিস্তান, বেলারুশ, কিউবা, মিসর, ইন্দোনেশিয়া এবং নাইজেরিয়া। আন্তর্জাতিক রিপোর্টের সঙ্গে তারাও একমত। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু আদিবাসীরা আতঙ্কিত ও চিন্তিত নির্বাচন নিয়ে। দীর্ঘ নির্বাচনী অভিজ্ঞতার আলোকে আদিবাসীরা বিপন্ন, খুবই বিপন্ন। নির্বাচন কমিশন, কমিশনের স্থানীয় পর্যায়ের কর্মী বাহিনীর কাছে সবিনয় নিবেদন, অনুগ্রহ করে আদিবাসী ভোটারদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন অথবা আদিবাসী কর্মী নিয়োগ করুন। সাংবিধানিকভাবে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য আদিবাসীদের বিষয়টি আগাম তুলে ধরা হলো। দয়া করে বিপন্ন আদিবাসী ও আদিবাসী ভোটারদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দেবেন।